সাত লক্ষ রাক্ষস টানাটানি করে
অচল হইল হনুমান রাজার দ্বারে ।
হনুমানে নাড়িতে নারে রাক্ষসের ত্রাস
সত্বরে বার্ত্তা কহে রাবনের পাশ ।
ইন্দ্রজিতার হাতে বন্দি হইল বানর
দুর্জ্জয় শরীর নাহি যায় দ্বার ভিতর ।
হাসিয়া রাবন তারে করে সম্বিধান
দ্বার ভাঙ্গিয়া ঝাট আন হনুমান ।
রাজার আজ্ঞায় দুত আইল সত্বর
দ্বার ভাঙ্গিয়া পথ করিল সোধর ।
সাত দ্বার ভাঙ্গে তার এক দ্বার রহে
অচল হইল হনুমান লাড়া নাহি যায়ে ।
আপন ইচ্ছায় চলে পবননন্দন
পাত্র মিত্র লইয়া যথা বসিয়াছে রাবন ।
রাজার কুমার সব বসিয়াছে সারি২
দশ হাজার দেবকন্যা বসিয়াছে সারি২ ।
চারিভিতে দেবকন্যা মধ্যেতে রাবন
আকাশের চন্দ্র যেন বেড়ি তারাগন ।

কুম্ভকার ঘরে রাবন রাজা কারে নাহি গনে
চন্দ্র সূর্য্য ডরে লুকায় রাবন সদনে।
রাজার দশ শিরে শোভা করে দশ মনি
সম্মুখেতে পড়িয়াছে সর্ব্বাঙ্গি দাপনী।
দেখিল বানর গিয়া রাবন সম্পদ
ত্রাস পাইয়া হনুমান হইল নিঃশবদ।
রাবনের সম্পদ দেখিয়া বানরের হাস
সুন্দরকাণ্ডে সুন্দর গীত গাইল কীর্ত্তিবাস।

রাবন বলে বানর তোর কারে নাহি ডর
সত্য করি কহ বানর কাহার তুমি চর।
স্বরূপেতে কহ যদি খসাব বন্ধন
মিথ্যা যদি কহ তবে বধিব জীবন।
হনুমান বলে আমা পাঠাইল মানুষে
অশোকবন ভাঙ্গিলাম মারিলাম রাক্ষসে।
বন্ধন মানিনু তোরে বুঝাইবার মনে
রঘুনাথের কথা কহি শুন সাবধানে।

শাস্ত্রে শুনিয়াছ তুমি দশরথের কথা
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম তাঁর বধূ চন্দ্রমুখী সীতা।
রামের অগোচরে রাবন সীতা করিলে চুরি
সীতা চাহিয়া বেড়াইতে সুগ্রীবে মিত করি।
যে বালি রাজার স্থানে পাইলে পরাজয়
হেন বালি মারিলেন রাম মহাশয়।
তোর কুম্ভঅস্ত্র মোরে কি করিতে পারে
বন্ধন মানিনু কিছু বুঝাইবার তরে।
রাম সুগ্রীবের যুক্তি তাহা আমি শুনি
কুম্ভকর্নে তোরে রাম বধিবে আপনি।
ইন্দ্রজিত মারিতে আজ্ঞা করিলেন লক্ষ্মন
আর যত রাক্ষস মারিবে বানরগন।
এই সত্য করিলেন সুগ্রীবের আগে
আমি তোরে মারিলে সুগ্রীবের সত্য ভাঙ্গে
মোর আগে ধরিয়াছ ছত্র নবদণ্ড
নেজের বাড়ি মারিয়া করিব খণ্ডখণ্ড।
রামের আগে লইব তোরে গলায় দিয়া দড়ি
দশ মুণ্ড ভাঙ্গিব তোর মারি নেজের বাড়ি।

এতেক বলিল যদি পবননন্দন
বানরে কাটিতে আজ্ঞা কৈল দশানন।
কাট২ বলিয়া বীর ডাকিছে রাবন
মাতা নোঙাইয়া বলে ভাই বিভীষন।
দুত কাটিলে ভাই বড় অনাচার
আজি হইতে ঘুচিবে দুতের ব্যবহার।
আত্মকথা পরের কথা দুতের মুখে শুনি
এমন দুত কাটিতে ভাই অনুচিত বানী।
পরের বড়াই করে দুত অপরাধি কিসে
মোর বড়াই করে তারে মারিতে আইসে।
দুতের এক সাস্তি আছে মুড়াইয়া মুণ্ড
ইহা বই দুতের ভাই আর নাই দণ্ড।
বিভীষনের যুক্তে বানর এড়াইল মরন
নেজ পোড়াইতে আজ্ঞা করিল রাবন।
নেজ পোড়াইয়া বানরে পাঠাইয়া দেহ দেশে
নেজ পোড়া দেখিয়া উহার জাতি বন্ধু হাসে।
এত আজ্ঞ কৈল যদি রাজালঙ্কেশ্বর
পাতাশিয্য লইয়া রাক্ষস আইল সত্বর।

কুপিল বীর হনুমান পবননন্দন
বাড়াইয়া দিল নেজ পঞ্চাশ যোজন।
নেজ দেখি রাবনের বড় হইল ডর
থরথির ডাক ছাড়ে রাজা লঙ্কেশ্বর।
জল খাইয়া মরিয়াছে বালির নেজের টানে
নেজ দেখি রাবনের তাহা পড়ে মনে।
তিন লক্ষ রাক্ষসে নেজ চাপিয়া ধরে
সভে মেলি নেজ ফেলে ভুমির উপরে।
ত্রিশ মন কাপড় আনিয়া থুইল নিকটে
এত কাপড় আনে এক বেড়ে নাহি আটে।
লঙ্কার ভিতর আছিল যতেক কাপড়
ঘৃত তৈল দিয়া তাহা করিল জাবড়।
কাপড় ভিজিল নেজ পড়িল ভুতলে
নেজে অগ্নি দিতে সব দপদপাতে জ্বলে।
নেজের ভিতে চাহিয়া বীর হনুমানের হাস
আপনার বুদ্ধে রাবন কৈল সর্ব্বনাশ।

সীতার বরে অগ্নিতায় নাহি পোড়ে গায়
নেজে অগ্নি দিতে বীর চারিদিগে চায়।
রাবন বলে দুর্জ্জয় বানর মহা বীর
ঝাট করি কর ওহায় প্রাচীরের বাহির।
কুলিকুলি লৈয়া বেড়াও চাতরে চাতর
স্ত্রী পুরুষ দেখি যেন লঙ্কার ভিতর।
নেজে অগ্নি দিল তার কাঁকালে দিয়া দড়ি
হনুমানের কাছে বাদ্যের হুড়াহুড়ি।
কেহ বলে স্বামী মৈল সংগ্রামভিতর
কেহ বলে ভাই মোর পড়িল সহোদর।
কেহ বলে বন্ধু বান্ধব পড়িল জ্ঞাতি
কেহ বলে পুত্র মোর পড়িল জোদ্ধাপতি।
মোর বন্ধু বান্ধব সব মারিল বানরে
জর্জ্জর হইল যত তাহার প্রহারে।
ইটাল পাকালখান মারে যে দেখে ডাগার
ঝাটিঝকড়া মারে লোহার মুদ্গর।
হনুমান দেখি কার প্রান কাঁপে ডরে
এত বড় বীর কে বীরে সভার ভিতরে।

ভাগ্যে পুন্যে ইহার ঠাঁই পাইলাম নিস্তার
দেখিবামাত্রেতে সব করিত সংহার ।
নারী সভার যুক্তি শুনিয়া বানরের হাস
এখন কোথা যাইবে করিব সর্ব্বনাশ ।
কুলিকুলি লৈয়া বেড়ায় নগরেনগর
চেড়ী সব বার্ত্তা কহে সীতার গোচর ।
যে বানরের সঙ্গে তুমি কহিলে কাহিনী
লেজে অগ্নি গলায় দড়ি করিছে টানাটানি ।
বার্ত্তা শুনি সীতা দেবী মরন হেন গনে
অগ্নি জ্বালি পুজে সীতা বিবিধ বিধানে ।
কায় মন বাক্যে যদি আমি হই সতী
তবে তোমার ঠাঁই বানর পাবে অব্যাহতি ।
অগ্নি পুজি সীতা দেবী করিছে ক্রন্দন
সীতার তরে ডাক দিয়া বলে দেবগন ।
ব্রহ্মা বলেন সগো তুমি শুন দেবী সীতা
হনুমানের তরে তুমি না করিহ চিন্তা ।
তোমার বরেতে তার কারে নাহি শঙ্কা
এখনি যে হনুমান পোড়াইবে লঙ্কা ।

কৌতুকে দেখিতে আইলাম যত দেবগণ
হরিষে বিসাদ তুমি কর কিকারণ।
ক্রন্দন সম্বরে সীতা ব্রম্হার আশ্বাসে
সুন্দরকাণ্ডে রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।

পর্ব্বতপ্রমান হইল বীর হনুমান
বন্ধন ঘুচাইয়া হইল নেওলপ্রমান।
রাক্ষসের হাতে রহিল সকল বন্ধনে
যাত্রা গুজি বাহির হইল পবননন্দন।
হনুমানে বেড়িয়া ছিল সকল রাক্ষসে
হনুমানের বিক্রম দেখি পলায় তরাসে।
হাতে গাছে হনুমান ধায় রড়ারড়ি
গাছের বাড়িতে মারে দশ বিশ কুড়ি।
কার প্রান লয় মারিয়া নেজের বাড়ি
নেজের অগ্নিতে কার পোড়ায় গোপ দাড়ি।
পলায় রাক্ষস সব উলটি না চাহে
হাতে গাছে হনুমান রাজদ্বারে রহে।

সীতার বরে অগ্নি তার নাহি পোড়ে গায়
লঙ্কাপুরী পোড়াইতে চিন্তিল উপায়।
ঘরের জ্যোতি নিকলে যেন রবির কিরণ
হেনঘরে অগ্নি বীর করে সমর্পণ।
মেঘের বিদ্যুত যেন নেজে অগ্নি জ্বলে
লাফ দিয়া পড়ে বীর বড় ঘরের চালে।
হনুমান ঘর পোড়ায় পবন বাতাস মেলে
পবনের বাতাসে অগ্নি দ্বিগুন জ্বলে।
ঊনপঞ্চাস বায়ু যদি হইল অধিষ্ঠান
ঘরেঘরে লাফ দিয়া বেড়ায় হনুমান।
এক ঘরে অগ্নি দিতে আর ঘর জ্বলে
হনুমান ঘর পোড়ায় পবন বাতাস মেলে।
অগ্নিতে পুড়িয়া পড়ে বড় ঘরের চাল
অর্দ্ধেক স্ত্রী পুরুষের গায়ের গেল ছাল।
উলঙ্গ উন্মত্ত কেহ পলায় উভরড়ে
নেজে জড়াইয়া ফেলে অগ্নির উপরে।

ছোট বড় পুড়িয়া মরিল অগ্নির জ্বালে
যুবক রাক্ষস মরিল স্ত্রী লইয়া কোলে।
পুড়িছে রাক্ষস সব স্ত্রী পুত্র ছাড়ি
নেজের অগ্নি দিয়া কার পোড়ায় গোপ দাড়ি।
লঙ্কার ভিতর আছে যত দীর্ঘী পুখরি
তাহতে নাম্বিল গিয়া যত লঙ্কার নারী।
সুন্দর নারীর মুখ পদ্ম যেন জ্বলে
সেই সরোবরে যেন ফুটিল কমলে।
দূরে থাকি দেখে তবে হনুমান মহাবলী
নেজের অগ্নিতে তার মাতার পোড়ায় চুলি।
সর্ব্বাঙ্গ পানির ভিতর আগেমাত্র মুখ
অগ্নি দিয়া মুখ পোড়ায় বানরের কৌতুক।
ত্রাসে ডুব দিল কন্যা পানির ভিতরে
পানি খাইয়া ফাফর হইয়া স্ত্রী সকল মরে।
স্ত্রী বধ করিয়া ভাবে পবননন্দন
তিন লক্ষ স্ত্রীর দেখ বধিলাম জীবন।
রত্ন নির্ম্মিত ঘর দেখিতে মনোহর
লেখাজোখা নাই যত পোড়ায় রাজার ঘর।

পর্ব্বতপ্রমান অগ্নি দূরে থাকিয়া দেখি
হস্তি ঘোড়া পুড়িয়া মরে পোষা নিয়া পক্ষী।
কৌতুকে রাবন রাজা ময়ুর পক্ষী পোষে
লেজ পোড়া গেল তার পেখম ধরিবে কিসে।
অগ্নিতে পুড়িয়া যায় কনকলঙ্কা পুরী
রাজার ঘর পাত্রের ঘর কিছু নাই এড়ি।
পাত্র মিত্রের ঘর বীর পোড়ায় সকল
রাখিয়া গেল কুম্ভকর্ন্ন বিভীষনের ঘর।
বিভীষনের ঘর নাহি পোড়ে ব্রহ্মার বরে
কুম্ভকর্ন্নের ঘর এড়ায় গাছের আওড়ে।
ঘরের ভিতর কুম্ভকর্ন্ন নিদ্রায় অচেতন
ঘরে অগ্নি লাগিলে মরিত কুম্ভকর্ন।
যুদ্ধ করি মরিবারে নির্ব্বন্ধ আছে
ডাহিন বামের ঘর পোড়ে তাহার কাছে।
সব লঙ্কা পোড়াইয়া করিল ছারখার
লঙ্কার ভিতর রাক্ষস করে হাহাকার।
দুই শত যোজন অগ্নি উঠিল আচম্বিত।
রাজমন্ত্রী বানর হইয়া না কৈলাম হিত।

হনুমান বলে সীতা হইল বিনাশ
ভালর তরে লঙ্কায় আমি কৈনু সর্ব্বনাশ।
চতুর্দ্দিগে দেখি যত সর্ব্বত্রে অগ্নি
রক্ষা না পাইল সীতা রামের ঘরনী।
কি করিলাম ধিকধিক আমার জীবন
বল বুদ্ধি বিক্রম মোর গেল অকারন।
যে সীতার তরে আমি গায়ের অগ্নি ভরি
হেন সীতা পোড়াইয়া কেন প্রান ধরি।
কোন কর্ম্ম করিলাম পোড়াইয়া লঙ্কাপুরী
সেবক হইয়া পোড়াইলাম রামের সুন্দরী।
সাগরে ঝাপ দিব কুম্ভির করুক আহার
এই অগ্নিতে পুড়িয়া হইব অঙ্গার।
সাগরে ঝাপ দিব অগ্নি করিব প্রবেশ
এখানে মরিব আমি না যাইব দেশ।
দেবগন ডাকে বলে হনুমান শুনে
সীতাদেবী রক্ষা পাইল না পোড়ে আগুনে।
তুমি লঙ্কা পোড়ায় বানর মনের হরিষে
ভস্ম করি ফেল লঙ্কা রাখিয়াছ কিসে।

দেবগণের বাক্যে বানর সাহসে করে ভর
লাফে২ পোড়াইছে যত লঙ্কার ঘর।
ঘরের ভিতর পুড়িয়া মরে রাক্ষস রাক্ষসী
কীর্ত্তিবাস রচিল লঙ্কা হইল ভস্ম রাশী।

দুই শত যোজন অগ্নি উঠিল গগনে
সীতা বলে পুড়ি মৈল পবননন্দনে।
হনু বলিয়া কান্দেন সীতার মনে নাহি ক্ষমা
সীতারে বুঝায় তখন রাক্ষসী সরমা।
বন্দি হইয়াছে বানর শুনিয়াছ কাহিনী
রাজার আগে বলিলেক দুরক্ষর বানী।
লেজে অগ্নি দিল তার পোড়াবার তরে
সেই অগ্নি দিল বানর সব লঙ্কার ঘরে।
তোমার বানর নাহি পোড়ে আছয়ে কুশলে
লঙ্কা পোড়াইয়া হনু আইল হেনকালে।
সীতার কাছে রহিল গিয়া পবননন্দন
লেজের অগ্নি ফেলিল সাগরে ততক্ষণ।

সীতা বলেন হনুমান আইলে কুশলে
লুকাইয়া থাক বাছা অশোক গাছের ডালে ॥
অগ্নির জ্বলে শরীর তোমার হইল জর্জ্জর
কতক দিন থাক তুমি লঙ্কার ভিতর।
হনু বলে এখানে রহি না কর যতন
আমি গেলে আসিবেন শ্রীরাম লক্ষ্মন।
বিলম্ব হইলে আমার কিছু নাহি কায
আমি গেলে আসিবেন সুগ্রীব মহারাজ।
লাফ দিয়া পার হবে সব বানরগন
মোর পৃষ্ঠে পার হইবেন শ্রীরাম লক্ষ্মন।
সীতা বলেন হনুমান পবননন্দন
তোমাহেন সুগ্রীবের বানর আছে কত জন
সীতার কথা শুনি বীর হনুমান হাসে
সীতারে বুঝায় বীর অশেষ বিশেষে।
আমার অধিক বীর আছে আমার সোসর
আমার ছোট সুগ্রীবের নাহিক বানর।
সংশয় স্থানে ছোট পাঠাই বড় যত্নে রাখি
ছোট বলি মোরে পাঠাইলাম শুন চন্দ্রমুখী।

বীরের ভিতর বীর আমায় কেহ নাহি লেখে
একেশ্বর বানর আমি মারিব লাক্ষে২ ।
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি আসিবে পুর্ব্বান
আপনি আনাহ মাতা শ্রীরামের বান :
আজি হইতে ঠাকুরানী দুঃক্ষ অবসান
ঘরের সেবক তোমার আছে হনুমান ।
অমৃত সিঞ্চিল সীতা হনুমানের আশ্বাসে
সুন্দরকাণ্ডে সুন্দর গীত গাইল কীর্ত্তিবাসে ।

সীতার মাতার মনি বান্ধেন রামের সন্দেশ
মেলানি করিয়া বানর চলিলেন দেশ ।
হনুমানের পদভরে গাছ পাথর ভাঙ্গে
সমুদ্র তরিতে ওঠে পর্ব্বতের আগে ।
পর্ব্বতে ওঠিয়া বীর সাগর নেহালে
এক লাফে ওঠে বীর গগন মণ্ডলে ।
সিংহনাদ ছাড়ে বীর হরষিত বুকে
সিংহনাদের শব্দ ওত্তর কুলে ঠেকে ।

ডাক দিয়া বলে এখন মন্ত্রী জাম্বুবান
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি করি আইসে হনুমান।
যেমত বিক্রমে আসে যেন শব্দ শুনি
নিশ্চয় দেখিয়াছে সীতা রামের ঘরনী।
পবন গমনে বীর আইসে সত্বর
চক্ষুর নিমিষে আইলে অর্দ্ধেক সাগর।
কতক দূর থাকিতে বীর পর্ব্বত নমস্কারে
পার হইয়া রহিল বীর পর্ব্বত শেখরে।
হনুমান দেখিতে আইল বড়২ বানর
ধীন্যা২ বলে বীর পবনকোঙর।
আগে যাত্রা নোঙাইল কুমার অঙ্গদে
জাম্বুবান আদি করি সব বানর বন্দে।
সোদর বানর সঙ্গে করি কোলাকুলি
বানরকটক জোগায় ফল ফুলের ডালি।
সভা করি বসিল অঙ্গদ লইয়া বানরগণ
কেমনে দেখিলে তুমি রাজা দশানন।
কেমনে বেড়াইলে তুমি কনকলঙ্কা পুরী
কেমনে দেখিলে তুমি রামের সুন্দরী।

সীতা লইয়া রাবনের কিমত ব্যবহার
সীতারে লইয়া রাবন থুইল কোন ঘর।
সকল বার্ত্তা কহ বানর সকল কহ সার
রাক্ষসের হাতে কেমনে পাইলে নিস্তার।
তোমার লাগি সকল কটক পাইয়াছিল চিন্তা
তবে দেশে যাইব যদি দেখিয়া থাক সীতা।
এত যদি জিজ্ঞাসা করিল জাম্বুবান
অঙ্গদের গোচরে বার্ত্তা কহে হনুমান।
এক শত যোজন পথ সাগর পাথার
অনেক শঙ্কটে আমি সাগর হইনু পার।
দুই প্রহর রাত্রি গেল তৃতীয় প্রহরে
সীতারে দেখিলাম অশোকবনের ভিতরে।
অনেক শঙ্কটে আমি দেখিলাম সীতা
দেশে চলহ রামের ঠাঁই কহিব বারতা।
সীতার বার্ত্তা পাইল অঙ্গদ যুবরাজে
সীতা উদ্ধারিতে চাহে আপনার তেজে।

রাঁমেরে জানাইতে বিস্তর বিলম্ব দেখি
সীতা উদ্ধারিয়া লইলে রাম হবেন সুখী।
একেশ্বর হনুমান লঙ্ঘিল সাগর
আমরা সাহস কর সকল বানর।
অঙ্গদের কথা শুনি জাম্বুবান হাসে
যত কিছু বল মোর মনে নাহি বাসে।
আপনি উদ্ধার করিবে সত্য করিল রাজা
তোমরা সীতা লইলে বড় পাবেন লজ্জা।
সীতার চরিত্র রাম করিল বিচার
তোর বাক্যে সীতা লইলে পাইব তিরস্কার।
দশ যোজন লঙ্ঘিতে মরিবে বানরগণ
কোন জনে তরিবে সাগর শতেক যোজন।
এত যদি জাম্বুবান অঙ্গদেরে বলে
কুপিল অঙ্গদ বীর অগ্নি হেন জ্বলে।
অকারনে বুড়া তোর পাকিল মাতার কেশ
আপনি বুড়া পরেরে শিক্ষাও উপদেশ।
আপনহেন দেখ তুমি সকল সংসার
লেজ চাপি ধর মোর সাগরে করি পার।

হনুমান বলে তোমরা না হইও অস্থির
পৃথিবী মণ্ডলে নাহি তোমাহেন বীর।
সর্ব্ব লোক বলে ওহার মন্ত্রি জাম্বুবান
মন্ত্রির মন্ত্রনা কভু না করিহ আন।
হনুমানের কথা শুনি অঙ্গদ বীর হাসে
বানরকটক লইয়া চলিল নিজ দেশে।
কটক ঘুড়িয়া যায়া ভূমি আর আকাশ
দেশে গেল বানরকটক মধুবনের পাশ।
দেখিতে মধুর বন অতি মনোহর
কোন প্রানি নাহি যায় তাহার ভিতর।
দশ সহস্র বানরেতে মধুবন রাখে
বালি রাজার কাল হইতে মধুবনে থাকে।
মধুর গন্ধে বানরকটক হইল বিকল
খাইবারে নাহি পারে করিতে নারে বল।
মধু খাইতে মন্ত্রনা সৃজিল জাম্বুবান
এখন অঙ্গদের ঠাই প্রসাদ মাগি হনুমান।
সীতার বার্ত্তা আনি পাইল অভয় প্রসাদ
অঙ্গদের ঠাঁই লহ রাজপ্রসাদ।

অঙ্গদের কাছে বীর যোড় করি হাত
রাজপ্রসাদ চাহি আমি বানরের নাথ।
অঙ্গদ বলে যে কর্ম্ম করিলে তুমি বীরে
রাজপ্রসাদ দিব তোমায় যে থাকে ভাণ্ডারে।
হনুমান বলে মধু অমৃতসমান
সকল বানরে খাই যদি কর দান।
অঙ্গদ বলে মধু খাও করিনু তোমার পূজা
যে করুক সে করুক মোরে সুগ্রীব রাজা।
হরষিতে বানরকটক মধু পাইল দান
আপন ইচ্ছায় বানর করে মধুপান।
নিঙ্গুড়িয়া খায় কেহ পীয়েত চুমুকে
সকল ভাণ্ডার শূন্য কৈল বানরকটকে।
মধু লতা ভাঙ্গি বানর করে মারামারি
বড়বড় পেট হইল নড়িতে না পারি।
মধু খাইয়া বানরকটক হইল পাগল
মারামারি খড়াখড়ি করিছে কন্দল।
কেহ নাচে কেহ হাসে কেহ গায় গীত
মারামারি বড় ভুল হইল আচম্বিত।

হাতে অস্ত্র ধাইল সব মধুর রক্ষ
খেদাড়িয়া যায় তবে অঙ্গদের কটক।
চুলেতে ধরিয়া কেহ ঘুরায় আকাশে
পলাইয়া যায় কেহ অঙ্গদের পাশে।
তুমি দান করিলে মোরা মধু করি পান
কোথাকার বানরগুলা লইতে চায় প্রাণ।
শুনিয়া কুপিল অঙ্গদ বানরের বচন
সাজসাজ বলি ডাকে পবননন্দন।
কটক লইয়া বীর অঙ্গদ যায় কোপে
কুপিল যে দধিমুখ আইসে এক চাপে।
অঙ্গদের কোপ সহিতে পারে কোন জন
দধিমুখে এড়িয়া পালায় বানরগণ।
দধিমুখের চুল অঙ্গদ ধরিলেক রোষে
চুলিতে ধরিয়া তার মাটিতে মুখ ঘষে।
সীতার বার্ত্তা জানিয়া আইল যেই জন
তারে দান দিতে আমি নহিনু ভাজন।

রাজকার্য্য করি যাইতে না পাই বাপের স্থান
ঘরেতে বসিয়া তোমরা ভক্ষ মধুবন।
মোর বাপের মধুবন সাম্ভাইল তোর পেটে
তোরে বধ করিতে যদি সুগ্রীব কাটে।
বাপের মাতুল তুমি সম্বন্ধে বড় বাপ
তেকারনে না মারিনু তোমাহেন পাপ।
ওষ্ঠ অধর ফুটিয়া বীরের রক্তে তোলবোল
গোহারি করিতে যায় রাজার মাতুল।
জর্জ্জর হইল বীর আচড়কামড়ে
মামা বলি দধিমুখ সুগ্রীবের পায় পড়ে।
পায়েতে পড়িয়া কহে আপন অপমান
মধুবন নষ্ট করিল অঙ্গদ হনুমান।
তোমরা দুই ভাই যাহা করিলে পালন
এত কালে নষ্ট হইল অক্ষয় মধুবন।
শুনি ক্রোধে বলে রাজা বাক্যের গৌরবে
লক্ষ্মন বীর জিজ্ঞাসেন রাজাও সুগ্রীবে।
মামা হইয়া দধিমুখ ধরিল চরনে
অপমান কথা কহে করিয়ে ক্রন্দনে।

ভাল মন্দ মায়ারে কেননা দেও উত্তর
মায়ারে ক্রোধি তোমার বড়ই অন্তর।
সুগ্রীব বলে বানর দখিনের কথা কহে
কথা বুঝি নাহি বুঝি কত মনে নহে।
দক্ষিন দিগেতে বানর করিল গমন
লুটিয়া খাইল তোমার অক্ষয় মধুবন।
মারিয়া খেদাইল তারে যেই মধু রাখে
এই সকল কথা কহে মামা দধিমুখে।
সুগ্রীব লক্ষ্মন কহে দক্ষিন কাহিনী
দুরে হইতে শুনেন তাহা রাম চক্রপানি।
রাম বলেন দক্ষিনে বানর করিল গমন
না জানি সীতার বার্ত্তা কি কহে এখন।
সুগ্রীব বলে মিতা তুমি না হইও অস্থির
দক্ষিন দিগে পাঠাইলাম বড়ং বীর।
আপনি অঙ্গদ গেছে মন্ত্রি জাম্বুবান
কার্য্য সাধিক আছে মাত্র বীর হনুমান।
তোমার কার্য্যে হনুমান বড়ই তৎপর
অবশ্য হইয়াছে সীতা হনুমানের গোচর

ধার্ম্মিক পণ্ডিত হনুমান মহাশয়
হনুমান দেখিয়াছে সীতা কহিলাম নিশ্চয়।
রাম বলেন তোমার বাক্যে পাইলাম পিরীতি
ধন্যধন্য মিতা তুমি ধন্য যুকতি।
অঙ্গদ হনুমান আন মোর বিদ্যমান
সীতার বার্ত্তা পাইলে মোর রহেত জীবন।
সুগ্রীব বলেন আইস মামা দক্ষিমুখ
অঙ্গদের বোলে মামা না ভাবিহ দুঃখ।
সম্বন্ধে নাতি তোমা। অঙ্গদ যুবরাজ
নাতি টোল করিলে তোমার বাপের নাহি লাজ।
ঝাট চল মামা তুমি আমার বচনে
অঙ্গদ হনুমান আন রঘুনাথের স্থানে।
রাজার আজ্ঞা পাইয়া হরিষ দক্ষিমুখ
এক লাফে পড়ে গিয়া অঙ্গদের সমুখ।
মাতা নোঙাইয়া তারে করে যোড়হাত
রাজার বার্ত্তা কহি শুন বান্দরের নাথ।
তোমার অপরাধি কহিনু সুগ্রীবের স্থানে
তোমার অপরাধি রাজা না শুনিল কানে।

আপন বীন যাও তুমি বাপের আর্জ্জিত
সেবক হইয়া কহিলাম যতেক অনুচিত ।
শ্রীরাম সুগ্রীব বসিয়াছেন দুই জন
ঝাটগিয়া কর তুমি রামসম্ভাসন ।
সেবক বৎসল বড় অঙ্গদ মহাশয়
মধুবন রাখিতে তারে দিলেন অভয় ।
চলিল অঙ্গদ বীর হইয়া হরষিত
কৌতুকেতে যায় এখন বানরে বেষ্টিত ।
সকল ঠাটের আগে অঙ্গদ হনুমান
রঘুনাথের ঠাঞি যায় পর্ব্বতপ্রমাণ ।
দূরে হইতে দেখেন রাম পবননন্দন
বসিয়া ছিলেন রঘুনাথ উঠিলেন ততক্ষণ ।
যদি সীতা দেখি থাক বীর হনুমান
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হবে পাবে দরশন ।
লঙ্কার ভিতর সীতা দেখিনু অশোকবনে
সকল কথা রঘুনাথ কহিব তোমার স্থানে ।
এক শত যোজন পথ সাগর পাথার
অনেক শঙ্কটে আমি সাগর হইনু পার ।

অন্ধকারে লঙ্কায় আমি করিলাম প্রবেশ
রাজঅন্তঃপুরে আমি না পাইনু উদ্দেশ।
আওয়াসেং আমি সীতা নাই দেখি
বিস্তর কান্দিলাম আমি হইয়া অসুখী।
আচম্বিতে দেখিলাম রাবনের অশোকবন
অশোকবনের জ্যোতি যেন রবির কিরণ।
দুই প্রহর রাত্রি গেল তৃতীয় প্রহরে
সীতারে দেখিনু অশোকবনেরে ভিতরে।
হেনকালে তথা গেল রাজা দশানন
দেবকন্যা সঙ্গে বিস্তর বিদ্যাধরিগণ।
নারায়ন তৈলের দেওটী সারিসারি
আলো করিয়া আইসে সকল লঙ্কাপুরী।
কি বলিয়া সীতারে সম্ভাসে লঙ্কেশ্বরে
গাছের আড়ে রহিলাম শুনিবার তরে।
অনেক প্রকারে স্তুতি করিল রাবন
সীতা দেবী না শুনিলেন তাহার বচন।
তোমা বিনে সীতা দেবীর অন্যে নাহি মন
কোপেতে কাটিতে চাহে রাজা দশানন।

সীতা বলেন আমি মরন করিলাম সার
রামের চরন বিনে গতি নাই আর।
নৈরাস হইল রাবন সীতার বচনে
বিসম রাক্ষস চেড়ী ডাক দিয়া আনে।
ঘরে গেল রাবন রাজা ঠেকাইয়া চেড়ী
সীতারে মারিতে সবে করে হুড়াহুড়ি।
সীতারে বুঝায় চেড়ী অশেষ প্রকারে
কোন মতে সীতা দেবী বচন না ধরে।
ত্রিজটা রাক্ষসী রাত্রে দেখিল স্বপন
সীতার হিত রাক্ষসী চিন্তিল অনক্ষন।
স্বপ্ন শুনিতে গেল চেড়ী ত্রিজটার পাশ
গাছে রহিয়া সীতার সঙ্গে করিনু সম্ভাস।
কোথা হৈতে আইলে মোরে জিজ্ঞাসে বৈদেহী
সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্র তাহা আমি কহি।
তোমার অঙ্গুরি তারে করাইনু দরশন
অঙ্গুরি পাইয়া সীতা করেন রোদন।
রাম হেন স্বামি যার আছে বিদ্যমান
তার স্ত্রী রাক্ষসে এত করে অপমান।

মেলানি করিয়া আমি যখন দেশে আসি
মনে সাত পাঁচ আমি তখন বিমরিষী।
সুবর্ন নির্ম্মিত ঘর ভাঙ্গিনু অশোকবন
কোটি২ রাক্ষসের বধিনু জীবন।
তবেত বধিনু তার অনেক সেনাপতি
অক্ষ কুমার কিঙ্কির ঘড় বধিনু শীঘ্রগতি।
চক্ষুর নিমিষে তারে করিনু সংহার
তবে ইন্দ্রজিত বীর করিল আগুসার।
দুই প্রহর তার সঙ্গে করিলাম রন
ব্রহ্মঅস্ত্রে আমারে করিল বন্ধন।
ধরিয়া লইয়া গেল রাবন গোচর
রাবনের তরে গালি দিলাম বিস্তর।
আমারে কাটিতে আজ্ঞা করিল রাবন
মাতা নোঙাইয়া বলে ভাই বিভীষন।
বিভীষনের আজ্ঞায় আমি এড়াইলাম মরন
নেজ পোড়াইতে আজ্ঞা করিল রাবন।
নেজে অগ্নি দিল নেজ পোড়াবার তরে
সেই অগ্নি দিলাম আমি ঘড় লঙ্কার ঘরে।

সকল লঙ্কা পোড়াইয়া করিনু ছারখার
পুড়িয়া হইল লঙ্কা ভস্ম অঙ্গার।
আমি পুড়িয়া মরি সীতা দেবী চিন্তে
লঙ্কা পোড়াইয়া আমি আইনু আচম্বিতে।
আমারে দেখিয়া বড় হরিষ বিশেষ
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি করি আইলাম দেশ।
দশদিগ আলো করে সীতা দেবীর রূপে
ভাগ্য রঘুনাথ কান্দেন সীতা দেবীর শোকে।
দেখিনু শুনিনু যত কহিনু কাহিনী
হের লহ রঘুনাথ সীতার মাতার মনি।
রামহস্তে মনি দিল পবননন্দন
মনি পাইয়া রঘুনাথ করেন ক্রন্দন।
সীতার মাতার মনি পাইয়া রামের রোদন
কীর্ত্তিবাস রচিল শুনি কান্দে বানরগন।

রাম বলেন ধন্যং বীর হনুমান
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান।

তোমার বিক্রমেতে আমার চমৎকার
প্রসাদ দিতে প্রসাদ নাহি হারি তোমার হার
এক প্রসাদ দিতে পারি লহ আলিঙ্গন
হনুমানে কোল দিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মন।
হনুমানের কথা শুনি রামের হরষিত
যাত্রা করিয়া রাম চলিল ত্বরিত।
দুই প্রহর রাত্রি যখন উত্তর ফাল্গুনী
শুভক্ষনে যাত্রা করে রাম মহাগুনী।
সম্মুখে দেখিলেন রাম ধেনু ব্রাহ্মন
লক্ষ্মন বলেন রঘুনাথ যাত্রা শুভক্ষন।
সুর্য্য বংশের রাজা যত নক্ষত্র রোহিনী
রাক্ষসের মূলা নক্ষত্র সর্ব্ব লোকে জানি।
মূলা নক্ষত্র দেখিলে রোহিনী বড় রোষে
সবংশে মরিবে রাবন চক্ষুর নিমিষে।
চলিল বানর ঠাট নাহি দিশপাশ
কটক যুড়িয়া যায় ভূমি আর আকাশ।
গাছ পাথর উপাড়ি বানর কোপে ফেলে
সকল বানর গেল সাগরে জলে।

রহিবারে পাতা লতায় সাজাইল ঘর
সাগরের জলের হে সকল বানর।
সমুদ্রের কূলে রহিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ
চর মুখে নিত্য বার্ত্তা পায়ত রাবন।
নিকষা নামেতে বুড়ী রাবনের মা
রাবনের কথা শুনি বুড়ীর ত্রাসে কাঁপে গা।
আপনি গেলেন বুড়ী বিভীষনের ঘর
ধার্ম্মিক পুত্র তুমি মোর শুনহ উত্তর।
তপের ফলে রাবন রাজা এত সুখ ভুঞ্জে
রামের সীতা আনিয়া রাবন সবংশে মজে।
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস মারে তার মনে বাদ
দেখিয়া না দেখে রাবন এতেক প্রমাদ।
হেন পুত্রের আর না থাকিব নিকট
দেখিয়া না দেখে পুত্র এতেক শঙ্কট।
অবোধেরে বুঝাহ যেন রাম বাহুড়ে
যাবত রামের বানে লঙ্কা নাহি পোড়ে।
মায়ের আজ্ঞায় বিভীষন চলিল সত্বরে
পাত্র মিত্র লইয়া যথা আছে লঙ্কেশ্বরে।

হেনকালে যাত্রা গোঁসাই রাক্ষস বিভীষণ
আশীর্ব্বাদ করি দিল বসিতে আসন।
পাত্র মিত্র লইয়া আছেন লঙ্কেশ্বর
সভায় বসিয়া বিভীষণের উত্তর।
অনেক তপের ফলে ভাই এ সব সম্পদ
শ্রীরামের সঙ্গে ভাই না কর বিবাদ।
যত দিন সীতা তুমি আনিলে অন্তঃপুর
তত দিন দেখি ভাই কুস্বপ্ন প্রচুর।
কাকো২ শুকিনী পড়ে প্রতি ঘরের চালে
রাত্রে নিদ্রা নাহি শৃগাল কুক্কুরের রোলে।
কালিয়াছেন বুড়ী দেখি দশন বিকট
সন্ধ্যাকালে উকি পাড়ে দ্বারের নিকট।
নানা উৎপাত ভাই দেখিনু জঞ্জাল
রামচন্দ্র দেখি যেন বিক্রমে বিশাল।
রাবণ বলে তোমার রামেরে এত ডর
কি করিতে পারে রাম সুগ্রীব বানর।
বিভীষণের যুক্তি রাবণ না শুনিল কানে
মন্ত্রণা করিতে রাবণ মন্ত্রিগণে আনে।

রাবণ বলে মন্ত্রি সব যুক্তি বল সার
কোন যুক্তে রামে আমি করিব সংহার।
বীর দাপ করি বলে প্রহস্ত সেনাপতি
কি করিতে পারে বানর বনের পশু জাতি।
পর্ব্বতের গুহ আর নদ নদীর কূলে
বানর বলি না থুইব পৃথিবীমণ্ডলে।
বজ্রকর্ণ রাক্ষস বলে দশন বিকট
লোহার মুষল লইয়া করিল নিকট।
লোহার মুষল লইয়া প্রবেশিব রনে
মাত্তা ভাঙ্গিয়া বানর বধিব জনেজনে।
ত্রিশিরা বিক্রম করে আমি আছি কিসে।
আমি থাকিতে লঙ্কাতে কোন বেটা আইসে
রাক্ষস মারে লঙ্কা পোড়ায় বীর হনুমান।
আমি থাকিতে লঙ্কা পুরির এত অপমান।
তোমার আজ্ঞা পাইলে আমিরনে গিয়া পশী
রাম লক্ষ্মন মারিয়া পাঠাব দুই বেটা তপস্বী।

অক্ষয়ান বলে রাজা তোমার আজ্ঞা পাই
অনেক দিনে যুদ্ধ পাইলাম বানর ধরি খাই।
কুম্ভ নিকুম্ভ কুম্ভকর্ণের নন্দন
দুই বীরের যুদ্ধে কেহ নাহি ধরে টান।
ঝাটি ঝকড়া শেল মুষলের বাড়ি
যুদ্ধের নাম শুনিয়া রাক্ষসের হুড়াহুড়ি।
হাতে ধরি বিভীষন বুঝায় জনেজন
ঝাট ওতরোল না হইয়া শুন বীরগন।
ইহা সভার বাক্যে ভাই না করিহ ভর
হিতবচন বলি ভাই শুন লঙ্কেশ্বর।
সীতা পাঠাইয়া দিলে থাকিব নির্ভয়
হেন সীতা রাখিলে ভাই জীবন সংশয়।
কোন কার্য্যে মজাইতে চাহ লঙ্কাপুরী
রামের ঠাই পাঠাইয়া দেহ সীতাত সুন্দরী।
এত যদি বিভীষন রাজার তরে বলে
কুপিল রাবন রাজা অগ্নিহেন জ্বলে।
বিভীষন আমার গুরু আমি হইলাম ছোট
বিভীষনের ঠাঁই শিক্ষিব রাজকর্ম্ম পাট।

মানুষ বেটার কথা শুনি কাঁপে বিভীষণ
হেন ভাই না থুইব আপন ভুবন।
বিভীষণ বাহির কর যুক্তি বলি স'র
যুদ্ধ বই গতি নাই কিসের বিচার।
এত যদি ক্রোধ করি বলিল রাবণ
আরবার বলিতেছে রাক্ষস বিভীষণ।
ধার্ম্মিক শ্রীরাম দেখ সর্ব্ব লোকে কয়
অধার্ম্মিকের সঙ্গে থাকিলে জীবন সংশয়।
এক ভদ্র হস্তী যেন প্রবেশিল বনে
লোকে অপরাধ করে ক্ষমা নাহি মনে।
ক্ষেতের শস্য খাইয়া বনে ঘর দ্বার ভাঙ্গে
খাবার লোভে পোষা হস্তী বুলে তার সঙ্গে।
মন্দর মিশালে হইল ভালর অপরাধ
হস্তী বন্দি করিতে যুক্তি সৃজিলেন ব্যাধ।
স্বভাবেতে ব্যাধ জাতি জানে নানা সন্ধি
শত হাত দড়ি দিয়া হস্তী করিল বন্দি।
যেখানেতে হস্তী সব চরে নিরন্তর
ভক্ষ দ্রব্য ভাহার থুইল বিস্তর।

খাইবার লোভে হস্তী বাড়াইল গলা
সব হস্তী বন্দি হইল গলায় লাগে দড়া।
মন্দর মিথ্যালে হইল তালর বন্ধন
তোমার পাপে সবন্ধবের মজে পুরীজন।
এত যদি বলিল রাক্ষস বিভীষন
বিভীষনে কাটিতে খাণ্ডা তুলিল রাবন।
খাণ্ডা তুলিল রাবন কাটিবার মনে
হাতের খাণ্ডা টানিয়া ধরে পাত্রগনে।
চারি দিগে পাত্র মিত্র ধরে হাতাহাতি
কোপে রাবন বিভীষনে মারিলেক নাথি।
সভামধ্যে বিভীষন বসিয়াছিল খাটে
খাট হইতে বিভীষন পড়ে নাথির চোটে।
পেটে নাথি বাজিল পড়িল ভূমিতলে
হাহা শব্দ হইয়া উঠিল সভাতলে।
সিংহাসনে বসাইল রাজত রাবন
অন্তরীক্ষে উঠি বলে ভাই বিভীষন।
রাজ্য রক্ষার হেতু বলিলাম বচন
তেকারনে হইলাম আমি নাথির ভাজন।

এক যুক্তি বলি আমি ভাইরে রাবন
মরনকালে স্মরিহ আমার বচন।
কীর্তিবাসে রচিল রাবনে প্রমাদ পড়ে
প্রমাদ পড়িল জানি বিভীষনে ছাড়ে।

চারি পাত্র লইয়া যুক্তি করে বিভীষন
কুবেরের ঠাঁই গিয়া কৈল বিবরন।
চারি পাত্র তরাতরি দিল অনুমতি
কৈলাশ শেখরেতে গেল শীঘ্রগতি।
কুবেরের ঠাঁই গিয়া কৈল নিবেদন
সভামধ্যে নাথি মোরে মারিল রাবন।
আমি কৈলাম রামের সনে না কর বিবাদ
সীতা দিতে চাহিলাম তেঞি অপরাধ।
কুবের বলেন রাবন মরিবে আপন দোষে
তোর বাক্য সিদ্ধি হবে যাও রামের পাশে।
রামের ঠাঁই অন্তরীক্ষে আইসে বিভীষন
সাগরের কুলে থাকি দেখে বানরগন।

সমুদ্রে বানর কটক করে তোলপাড়
গাছ পাথর লইয়া বানর আইসে আগুসারি
রাবনের আকৃতি দেখি রাক্ষস বিভীষন
বানর বলে মারিপাড় এইত রাবন।
অন্তরীক্ষে থাকি বলে রাক্ষস বিভীষন
রঘুনাথের ঠাঁই আমি পশিব শরন।
বিভীষনের কথা দুত কহে রামের স্থানে
মন্ত্রনা করিতে রাবন মন্ত্রিগনে আনে।
সুগ্রীব বলে আপন স্থলে বৈসি আনি
মারিয়া পাড়িব গোসাঞী যদি পাই বানী।
জাম্বুবান পাত্র বলে বুদ্ধে বৃহস্পতি
বৈরিরে নিকটে আনিতে না লয় যুকতি।
হেনকালে ওপনাত বীর হনুমান
এই বিভীষন মোরে দিয়াছে প্রান দান।
আমার যুক্তি শুন মিতা আন বিভীষন
বিভীষন সহায় তুমি মারিবে রাবন।
রাম বলেন সুগ্রীব শুন আমার মিত
বিভীষনের তরে তুমি জানাহ পীরিত।

আপনার দোষ মিতা আপনি না দেখি
তোমা হইতে মিতা আমি পাইয়াছি সাক্ষী।
কাতর হইয়া যে পশিত শরণ
পরলোকে নষ্ট যদি না করে পালন।
পুরানের এক কথা কহি কর অবধান
শিব নামে রাজা ছিল ইর্ম্ম অধিষ্ঠান।
কপোত পলাইয়া যায় সয়চানের ডরে
ত্রাসে পড়িল গিয়া শিব রাজার কোলে।
যত্ন করি নরপতি ঘুঘুপক্ষী রাখে
প্রাচীরে বসিয়া সয়চান রাজার তরে ডাকে।
আপনার ভক্ষ্য আমি করিব আহার
হেন ভক্ষ্য রাখ রাজা নহে ব্যবহার।
রাজা বলে ঘুঘু আমার পশিল শরণ
আমার মাংস দিয়া তোমায় করাব ভোজন।
সয়চান বলে যদি কর পরিত্রাণ
আপন গায়ের মাংস মোরে দেহ দান।
রাজভোগেতে মাংস তোমার সুস্বাদ
তোমার মাংস খাইলে মোর ঘুচে অবসাদ।

শুনিয়া সয়চানের কথা রাজার হইল হাস
তীক্ষ্ন চুরি দিয়া তার গায়ের কাটে মাস।
তিলপ্রমান ঠাঁই নাহি সর্ব্বাঙ্গি কাটে
সয়চানে খাওয়াইল যত ধরে পেটে।
শিব রাজার গাবাহিয়া রক্ত বহে শ্রোতে
শিব রাজার রক্তে সেই সিংহাসন ভিতে।
সেইত পুন্যতে রাজা গেল স্বর্গবাস
শরনাগত না রাখিলে দুই কুলে বিনাশ।
বিভীষনের কায থাকুক যদি আইসে রাবন
মোর ঠাঁঞি শরন পশিলে করিব পালন।
রামের আজ্ঞায় বানর গেল অন্তরীক্ষে
পঞ্চ রাক্ষস মিলিল শ্রীরামের নিকটে।
সুগ্রীব রাজার আগে কৈল সম্ভাষন
পরম পীরিতে কোল দিল দুই জন।
বিভীষন লইয়া সুগ্রীব গেল রামের স্থানে
কাতর হইয়া বিভীষন পড়িল চরনে।
রাবনের ভাই আমি নাম বিভীষন
তোমার চরনে আমি লইলাম শরন।

রাম বলেন বলি শুন রাক্ষস বিভীষন
মন্ত্রনা করিয়া তোমায় পাঠাইল রাবন।
রামের কথা শুনিয়া বিভীষনের দুঃখো মন
হৃদয়ে কপট থাকে হই করিল ব্রাহ্মন।
কলির হইব রাজা সহস্র তনয়
এই তিন দ্রব্য গোসাঞি করিলাম নিশ্চয়।
তিন দ্রব্য করিল রাক্ষস বিভীষন
বিভীষনের দ্রব্য শুনি হাসেন লক্ষ্মন।
হেনকালে রামের তরে বলেন লক্ষ্মন
অনেক দিনে শুনিলাম অপূর্ব্ব কথন।
এক পুত্র হইতে লোক করে আরাধিন
সহস্র পুত্রের বর মাগে বিভীষন।
রাজা হইবার তরে তপ করিয়া মরে
হেন দ্রব্য করে গোসাঞি তোমার গোচরে।
রাম বলেন কত বুদ্ধি চাওয়াল লক্ষ্মন
বড় দ্রব্য করিল রাক্ষস বিভীষন।

বিভীষনের দুবো ভাই আমার পরিতোষ
কলির ব্রাহ্মন ভাই শুন তার দোষ।
লোভ মোহ কাম ক্রোধ এই মহাপাপ
এই সব পাপে ব্রাহ্মন পায় বড় তাপ।
পুতি গৃহে লইবেন ওদর কারন
পুতি গৃহে মহাপাপ নাহিক তারন।
এই সব পাপে যেবা করে অনাচার
সেই পুত্রের বাপে মজিবে সংসার।
কলির রাজা পুজা যদি না করে পালন
সে পাপে রাজার হয় অকাল মরন।
আর সব দোষ আছে তাহা কব পাছে
বিভীষনে রাজা করি আগে রাখ কাছে।
সকল সেনাপতি আন সাগরের জল
লঙ্কায় রাজা করিব বিভীষন মহাবল।
শ্রীরামের আজ্ঞা যেন পাষানের রেখা
সাগির জলে বিভীষনের কৈল অভিষেক।
রঘুনাথের বাক্য লঙ্ঘিব কোন জনা
বিভীষন রাজা হইল জগতে ঘোষনা।

ছত্রদণ্ড দিল তারে কনকলঙ্কা পুরী
অভিষেক করি দিল রানী মন্দোদরী।
সুগ্রীব বলে সাগর তরিতে না দেখি উপায়
বিভীষনের ঠাঁই জিজ্ঞাসিতে যে জুয়ায়।
রাম বলেন বিভীষন যুক্তি বল সার
কোন যুক্তিতে আমি সাগর হইব পার।
বিভীষন বলে সগর নামে আছিল নৃপতি
সাগর খুলিল গোসাঁঞি তাহার সন্ততি।
সাগর খুলিল গোঁসাঞি তোমার পুর্বপুরুষে
দেখা দিবে সাগর তুমি থাক উপবাসে।
সাগরের কুলে রাম শয্যা কৈল কুশে
তাহার উপর রাম রহিল উপবাসে।
তিন উপবাস হইল সাগর না দেই দেখা
ধনুক বান আন লক্ষ্মন কিসের অপেক্ষা।
অধিযেরে স্তব করিলে সভা জন হেন দেখে
মারিব সাগর আজি কার বাপে রাখে।
তিন উপবাস করি সাগর আরাধনে
সাগর শুষিব আজি অগ্নিজাল বানে।

আজ সাগরের আমি লইব পরাণ
অগ্নিজাল বাণ রাম পূরিল সন্ধান।
সাগর শুখাইয়া যায় সকল জল শোষে
মৎস্য মকর পুড়ি মরে জলের ওপর ভাসে।
সপ্ত পাতাল গেল সাগরের পাশ
বাণ দেখি সাগরের লাগিল তরাস।
ওঠিয়া সাগর তখন কৈল যোড়হাত
অকারণে ক্রোধ কর সূর্য্যবংশের নাথ।
বিশ্বকর্ম্মার পুত্র আছে নল বানর
তোমা লাগি মুনির কাছে পাইয়াছে বর।
তত্ত মুনির সেবা করিল শিশুকালে
দণ্ড কমণ্ডলু মুনি হারাইল জলে।
নিত্য হারাইয়া আইসে নিত্য সৃজে মুনি
আর দিন ধ্যান করি জানিল আপনি।
আপনি বিষ্ণু জন্মিলেন রাম অবতার
সাগর বান্ধিয়া রাম বানর করিবেন পার।
এতেক ভাবিয়া মুনি দিল বর দান
নল ছুইলে গাছে পাথর থাকিবে বিদ্যমান।

সাগর বান্ধিতে পারে সেনাপতি নলে
নল ছুইলে গাছ পাথর ভাসে আমার জলে
রাম বলেন তুমি আজ আমার পাশে
সাগর বান্ধিতে জান না কর প্রকাশে।
আমি লঙ্কা জিনিব তোমার ওপহাস
এত বুদ্ধি বীর শুনি সাগরের পাশ।
নীল বলে জাতির ডরে না করি পরিচয়
জাতির শাপেতে মোর জীবন সংশয়।
সাগর বলে মিথ্যা কথা সকল লোকে কহি
অন্যে ছুইলে গাছ পাথর আমি নাহি সহি।
সাগরের কথা শুনি সব সেনাপতি ॰
নল সাগর বান্ধিবে সভার অনুমতি ।
রামের কার্য্য সিদ্ধি হওক তাহা মাত্র চাহি
সুগ্রীব রাজা গাছ বহি অন্যে নাহি কহি
সভাকার আগে নীল করিল অঙ্গীকার
আমি সাগর বান্ধিব সাগর কর পার।

রামের আগে নীল যদি করিল অঙ্গীকার
সপ্ত পাতাল গেল সাগর যথা পরিবার।
জলের ভিতর থাকে সাগর কি করিব জলে
হেন সাগর বন্ধন যানে শ্রীরামের স্থলে।
সুগ্রীব বলে বানরকটক কার মুখ চাহ
গাছ পাথর পর্ব্বত কেন নাহি বহ।
নলমাত্র ছুইবে সভে বান্ধিবে সাগর
কে কত যোজন বান্ধিবে কর অঙ্গীকার।
গয় গবাক্ষ আর গন্ধ মাদন
পাঁচ ভাই বান্ধিব সাগর পঞ্চাশ যোজন।
নীল সুষেণ বলে প্রধান সেনাপতি
দশ যোজন বান্ধিব দিলাম অনুমতি।
সভার ভিতর হনুমান কৈল অঙ্গীকার
আর যত বাঁকি থাকে সকলি আমার।
শুভ করি চুল বান্ধে কাপড় পরে টানে
দক্ষিন মুখে বৈসে সাগর ডিঙ্গাবার মনে।
কোটি২ সেনাপতি নলের পাশে বৈসে
নল ছুইলে গাছ পাথর জলের ওপর ভাসে।

জ্বালিয়া খাগড়া দিয়া আগান করিল রাশ
তার ওপর পাড়ে লইয়া পর্ব্বতীর বাঁশ।
জ্বালিয়া খাগড়া যত সাগরের কূলে
বড়বড় বাঁশ ওপাড়ে তোলে মূলে।
বেহড়া বহড়া আনে হরীতকী আমলা
পর্ব্বতীয় গাছ আনে সারঙ্গি কমলা।
বকুল দীর্ঘল গাছ আনে পিয়াল শাল
খাজুর শ্রীফল আনে আম্র কাঠাল।
রক্তচন্দন আনে অতি অনুপম
আবুজাতের ফল আনে ওপাড়িয়া তায়।
যতযত গাছ বনে পায়েত দীর্ঘল
তাল তেতুল আনে গুবাক নারিকেল।
সংসারের গাছ আনে নাম কত জানি
গাছেতে ঢাকিল সব সাগরের পানি।
সুগ্রীব অঙ্গদ ছিল পর্ব্বত শেখরে
পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া ফেলে সাগরের নীরে।
বড় গাছ আনে আর বড়২ গোড়া
কোটি২ পর্ব্বত ভাঙ্গি কৈল নেড়ামুড়া।

গাছ পাথর আনি বানর করিল সঞ্চয়
সোনার পর্ব্বত আনে শুদ্ধ সোনাময়।
গাছ পাথর বহিয়া বীর আনে জুতে২
সভে আনি দেয় সভে নীল বীরের হাতে।
আড়েতে বান্ধিল সাগর দশ যোজন
দীর্ঘেতে বান্ধিল সাগর শতেক যোজন।
সাগরের জল যেন স্ফটিক হেন জ্বলে
ইবল পানী ইবল পাথর গাছের মিশালে।
যেই ভিতে পার হবেন শ্রীরাম লক্ষ্মন
সেই ভিতে দিল গাছ অগোর চন্দন।
দশ যোজন পর্ব্বত হনুমান আনেত সত্বরে
হে নপর্ব্বত নল বীর ইরে বাম করে।
কোপে তোলপাড় করে হনুমানের চিত্ত
সত্তরি যোজন পর্ব্বত আনে আচম্বিত।
পর্ব্বত দেখিয়া বীর উঠি দিল রড়
ত্রাস পাইয়া পলায় রামের নিয়ড়।
তখন বলিলাম আমি এইসে কারন
হনুমান পর্ব্বত আনে বধিতে জীবন।

জাতির আগে বড়াই করিলে জীবন সংশয়
এইসে কারনে আমি না দেই পরিচয়।
রাম বলেন হনুমান শুদ্ধ তোমার মতি
তোমার কাছে বড়াই করে না লয় যুকতি।
তুমিত বান্ধিয়া দিবে শতেক যোজন
তোমার পুসাদে আমি মারিব রাবন।
তোমার পুসাদে আমি সত্য হইব পার
তোমার পুসাদে করিব আমি সীতার উদ্ধার।
রামের ডরে হনুমান ফেলিল পাথর
ভাঙ্গা পাথর বহে দুই লক্ষ বানর।
নল ছুইলে ভাসে জলের উপরে
নীল ছুইলে টেপে পাথরে পাথরে।
তিন যোজন করি বান্ধে একই দিবসে
নই যোজন সাগর বান্ধিল এক মাসে।
নই যোজন বান্ধা গেল দশ যোজন আছে
লঙ্কার পুাচীর ঘর দেখে যেন কাছে।
লাফেং পার হয় সকল বানরগন
সবে মাত্র না দেখেন শ্রীরাম লক্ষ্মন।

হনুমান পর্ব্বত আনে রামের অনুরোধে
একখান পাথর দিয়া দশ যোজন বান্ধে।
উত্তর কূলের আরম্ভিল বেন্ধিল দক্ষিন পারে
পার হইয়া বানর সব লঙ্কাপুরী বেড়ে।
যতযত রাজা হইল চন্দ্র সূর্য্যকুলে
কোন রাজা নাহি বান্ধে সাগরের জলে।
এ কূলে করিল রাম স্নান তর্পন
অভিষেক করি স্বর্গে গেল দেবগন।
গয় গবাক্ষ পার হইল গন্ধ মাদন
মাহেন্দ্র দেবেন্দ্র গেল সুষেন নন্দন।
নল নীল পার হইল দুই সহোদর
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ পার হইল বিস্তর।
শ্রীরাম লক্ষ্মন পার হইল জগৎ অধিপতি
সুগ্রীব অঙ্গদ পার হইল যত সেনাপতি।
একেএকে পার হইল যত বানরগন
তার পাছে পার হইল রাক্ষস বিভীষন।
তবে শেষে পার হইল বীর হনুমান
তার পাছে পার হইল মন্ত্রি জাম্বুবান।

যেই কুলে আছেন সীতা সেই কুলে রাম
দুই জনে দূরে ছিন হইল এক গ্রাম।
বন্ধ গেল সাগর কটক হইল পার
দিনেং রাবন রাজার টুটে অহঙ্কার।
পার হইয়া রঘুনাথ করেন মন্ত্রনা
চার দ্বার চাপিয়া হইল বানরের থানা।
বিস্ময় হইয়া রাবন ভাবে মনেমনে
মন্ত্রনা করিতে সব মন্ত্রিগনে আনে।
কীর্ত্তিবাস রচিল গীত অমৃতের ভাণ্ড
এত দূরে সমাপ্ত হইল সুন্দরকাণ্ড।